২৩.১১.২০১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মীঠে বাচ্চে - সঙ্গমযুগে তোমরা বাবার দ্বারা সু-বুদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠ মতামত প্রাপ্ত করো , ফলে তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত হও "

প্রশ্ন : তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা কোন্ আনন্দে মত্ত হয়ে থাকলে তোমাদের চলন রয়্যাল হয়ে যাবে ?

উত্তর : তোমাকে জ্ঞানের আনন্দে মত্ত হয়ে থাকা উচিত । ওহো ! আমরা ভগবানের সামনে বসে রয়েছি । আমরা এখান থেকে যাব , গিয়ে বিশ্বের মালিক , মুকুটধারী প্রিন্স রূপ ধারণ করব। যখন এই আনন্দ অনুভব হবে তখন চলন স্বত:ই রয়্যাল হয়ে যাবে। মুখের থেকে খুব মিষ্টি কথা বেরোবে। নিজেদের মধ্যে খুব স্নেহ ভালবাসা থাকবে।

গান : আসরে জ্বলে উঠলো দীপশিখা । (মহফিল মে জল উঠি শমা) .....

ওমশান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা , রুহানী বাচ্চারা এসে ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হয়ে রুহানী বাবার কাছে এইকথা বুঝেছে যে আমরাই হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ । বাবা আমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছেন। এখন আমরা বুঝেছি যে এই হল সঙ্গমযুগ । মানুষেরা যারা পতিত ভ্রষ্টাচারী হয়েছে , তারা-ই পুনরায় পবিত্র হয়ে ভবিষ্যতের পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী পুরুষোত্তম রূপে পরিচিত হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কোনো এক সময়ে পুরুষার্থ করে পুরুষোত্তম রূপে পরিণত হয়েছেন তাইনা । এনাদের হিস্ট্রী নিশ্চয়ই থাকা উচিত । এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কবে স্থাপন হয়েছে ? না-ই কলিযুগে , না-ই সত্যযুগে । স্বর্গের স্থাপনা হয়েই থাকে সঙ্গমে। এতটা বিস্তারে কেউ যায়না । তোমরা জানো যে এই হল সঙ্গমযুগ । কলিযুগের পরে সত্যযুগ নতুন দুনিয়া হয় তো তাহলে নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগও হবে। তারপর নতুন দুনিয়ায় নতুন রাজ্য হবে। বুদ্ধিতে থাকা উচিত । তোমরা জানো বাবার দ্বারা আমরা সু-বুদ্ধি এবং শ্রীমত প্রাপ্ত করি। বলা হয় হে ঈশ্বর এদের সর্বদা সুমতি অথবা ভাল মতামত প্রদান করো। তিনি হলেন সম্পূর্ণ দুনিয়ার পিতা। সকলকে সুমতি প্রদান করেন যিনি। সঙ্গমযুগে এসে নিজের সন্তানদের সুমতি দিয়ে থাকেন। যাদেরকে পান্ডব সম্প্রদায় এবং দৈবী সম্প্রদায় বলা হয়েছে শাস্ত্রে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং দৈবী সম্প্রদায়কেও কেউ বুঝতে পারেনা। ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নির্মিত । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা এই রচনা করেন। প্রজাপিতা আছেন তবেই এত সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী রয়েছে । যতক্ষণ তোমাদের কাছে এসে কেউ জ্ঞান প্রাপ্ত না করছে ততক্ষণ সদ্গতি হবে কিভাবে । তোমাদের কাছে অনেকেই আসবে। সন্ন্যাসীরা আসবে অন্য ধর্মীয় জন আসবে, বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করতে। স্বর্গে তাদের কোনো পার্ট নেই কিন্তু সংবাদ সবাইকে দেওয়া উচিত যে বাবা এসেছেন। এইসময় হিন্দু ধর্মীয় জনেরা দেবী-দেবতা ধর্মকে জানেইনা । তারা যে পূর্বে সতোপ্রধান ছিলেন , তারা-ই পুনরায় তমোতে এসে দেবী-দেবতা রূপে পরিচিত হয়না । তোমরাও জানো যে রাবণের রাজ্য এখানে আছে আর যে পরমপিতা পরমাত্মাকে রাম নামে সম্বোধন করা হয়েছে , ওনার জন্ম এখানেই হয় , গায়নও আছে পতিত-পাবন সীতারাম । কিন্তু পতিত কে করেছে, রাবণ হল কে , পতিত-পাবন বাবাকে কেন আহ্বান করা হয় ? এইসব কথা কেউ জানেনা। এইকথা কেউ বোঝেনা যে আমাদের মধ্যে যে ৫ বিকার আছে , সেই হল রাবণ। যার মধ্যে ৫ বিকার নেই সে হল রাম সম্প্রদায় । এখন রামরাজ্য নেই সেইজন্য সবাই চাইছে যে নতুন দুনিয়া নতুন পবিত্র রাজ্য আসুক । রাম বলা হয় শিববাবাকে, কিন্তু তারা রামকে পরমাত্মা ভেবে

নিয়েছে ফলে শিববাবাকে ভুলে গেছে। তোমরা বোঝাতে পারো যে রামরাজ্য কাকে বলা হয়। শাস্ত্রে লেখা আছে রামের সীতা অপহৃত হয়েছিল , এইরকম হতে পারে কি রাজার রানী কেউ চুরি করে নেবে। শাস্ত্রও অনেক আছে। মুখ্য শাস্ত্র হল গীতা। শাস্ত্রে লেখা আছে যে ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ , দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা হয়। তো প্রজাপিতা এখানেই প্রয়োজন । ব্রহ্মার এত সন্তানরা হল মুখ বংশাবলী , কুখ বংশাবলী অর্থাৎ দেহধারীদের সংখ্যা এত হতে পারেনা। যদিও সরস্বতী হলেন মুখ বংশাবলী তাই ব্রহ্মার স্ত্রী হতে পারেনা। এখন বাবা বলছেন - ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ হও, আমার সন্তান হও। তোমরা জানো যে শিববাবার মহিমা কতখানি । বাবা হলেন পতিত-পাবন , লিবরেটার অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা । এইসব কথা সবাই গানের মাধ্যমে বলে কিন্তু অর্থ বোঝেনা, তাইজন্য সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে যে তিনি হলেন পতিত-পাবন , গীতার ভগবানও হলেন তিনি। নিরাকার শিববাবা আছেন তো নিশ্চয়ই জ্ঞান শোনাতে এসেছেন । এবারে জ্ঞান শোনাতে যে শরীরের আধার নিয়েছেন সেই শরীরের নাম রেখেছেন ব্রহ্মা । নাহলে ব্রহ্মা আসবেন কোথা থেকে? ব্রহ্মার পিতা কে? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের রচয়িতা কে? এই হল গুহ্য প্রশ্ন । ত্রিমূর্তি দেবতা তো বলা হয় কিন্তু আসবেন কোথা থেকে ! এখন বাবা বোঝাচ্ছেন , এঁদের রচয়িতা হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান , নাম হল শিব। এই দেবতারা হলেন প্রকাশ স্বরূপ , হাড়-মাংস দিয়ে গড়া দেহধারী নয় কিন্তু নির্বুদ্ধি বুঝতে পারবেনা । এই পয়েন্টটি বোঝাতে হবে উঁচু থেকে উঁচু হল ভগবান । উনি ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের অধিকার প্রদান করেন। গায়নও আছে - মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করতে ..... তারপর দেখানো হয়েছে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার উদয়। কখনও নাভি থেকে সন্তান উৎপত্তি হয়কি ? এখন বাবা বসে সব রহস্য বোঝাচ্ছেন । তাও যদি কেউ বুঝতো তাইনা ।

তোমরা জানো আত্মাকেই পাপাত্মা বা পুন্যাত্মা বলা হয়। এমন নয় যে পবিত্র আত্মা সে হল পরমাত্মা। পরমাত্মা বাবা তো হলেন সদা-ই পবিত্র । তমোপ্রধানকে পতিত বলা হয়। সত্যযুগে যখন সুখ ছিল তখন দুঃখের নাম-গন্ধ ছিলনা । মানুষ তো বলে দেয় বর্তমান সময়টি হল স্বর্গ । কিছুই বুঝতে পারেনা কিন্তু অন্তকালে এসে বাবার কাছেই বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো যে আমরা নিজের রাজধানী স্থাপন করছি। বিশ্বের মালিক আর কেউ হয়না। বিশ্বের উপরে রাজত্ব কেবল সত্যযুগে হয়। কলিযুগে সম্পূর্ণ বিশ্বের উপরে রাজত্ব করা অসম্ভব কথা। এইটুকুও কারুর জানা নেই। গীতায়ও লেখা আছে মহাভারী লড়াই লেগেছিল তখনই সব ধর্মের বিনাশ ঘটেছিল। যেমন একটি বট বৃক্ষ যখন শুকিয়ে যায় তখন নিজের শাখা-প্রশাখায় টক্কর খেয়ে আগুন উৎপন্ন করে ফলে সম্পূর্ণ জঙ্গলে আগুন লাগে। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষও এখন জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে । এতেও এখন আগুন লাগবে , একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে। আগুনের সরঞ্জাম তৈরী হয়েই চলেছে। এখন অ্যাটমিক বোমা দিয়ে আগুন লাগবে, এই রহস্য তারা জানেনা। এবারে কলিযুগ নরক পরিবর্তিত হয়ে স্বর্গে পরিণত হবে। এই জ্ঞানে খুব আনন্দ অনুভব হওয়া উচিত। নিজেকে দেখতে হবে আমরা সেই নেশাতেই রয়েছি তো ? আমরা হলাম পরমাত্মার সন্তান , ওনার কাছে বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। নিজেদের মধ্যে কথা বলার রয়্যাল্টি চাই। এখানে থেকে সবকিছুই শিখতে হবে। পরে সেই সংস্কার নিয়ে যেতে হবে। অতিরিক্ত মিষ্টি মধুর হতে হবে, খুব নেশা থাকা দরকার । আমরা হলাম শিববাবার সন্তান । দেবতা পদে বিরাজিত হব , তাই একে অপরের সঙ্গে কত ভালবেসে কথা বলা উচিত । কিন্তু বাচ্চাদের মুখ দিয়ে এখনও পুষ্প বর্ষণ হয়না। তোমরা হলে কত উঁচুতে । তোমাদের যেন এই কথা স্মরণে থাকে যে আমরা

হলাম শিববাবার সন্তান সত্যযুগে মহারাজা পদ প্রাপ্ত করব। অর্থাৎ আমরাই বিশ্বের মুকুটধারী প্রিন্স হব।

তোমাদের আন্তরিক খুশী থাকা উচিত যে আমরা পরমাত্মার সামনে বসে আছি , যাঁহার কাছে স্বর্গের অধিকার বর্সা রূপে প্রাপ্ত করি ওনারই শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। তোমরা জানো আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । রাজধানীতে সব থাকা চাই। কিন্তু তোমাদের মুখ থেকে কেবলমাত্র রত্ন বেরোনো উচিত । বাবা হলেন রূপও আবার বসন্তও । কাহিনী ইত্যাদি সবই হল এখনকার । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । উনি জ্ঞানের বর্ষা করেন। বাকি ইন্দ্র দেবতা দ্বারা বৃষ্টি হয় , এমন কিছু হয়না। এই মেঘ প্রাকৃতিক ভাবে তৈরী হয় ফলে বৃষ্টিপাত হয়। সত্যযুগে এই পাঁচটি তত্ত্বও তোমাদের গোলাম হয়ে যায় আর এখানে এখন মানুষ সবার গোলাম হয়েছে। এখানে প্রতিটি বিষয়ে পরিশ্রম আছে। ঐখানে প্রতিটি বিষয় স্বত:ই সম্পন্ন হয়। তাই বাচ্চাদের বাবার স্মরণে সদা-ই থাকা উচিত ফলে খুশীর পারদ সর্বদাই উচ্চে থাকবে। তারা অর্থাৎ বিজ্ঞান-বিদ্বানীরাও চিন্তন মন্থন করে। তোমাদের বানী দ্বারা মন্থন করা উচিত । বানীর ধারা কখনও কখনও খুব ভাল প্রবাহিত হয় , কখনও কম হয় , একেই বলা হয় মন্থন করা। বাচ্চারা বাবার অবস্থা দেখছে আর বাবা নিজের অনুভব শোনাচ্ছেন । তাই কখনও উচ্ছসিত রূপে প্রবাহিত হয় কখনও কম। কখনও খুব ভাল ভাল পয়েন্টস প্রাপ্ত হয়। বাবাও হয়ে যান সহযোগী। এইকথা তো তোমরাও অনুভব করো। বাবা কখনও মুরলী হাতে তোলেননা। বাচ্চারা ম্যাগাজিন লেখে তো বাবা কখনও কখনও দেখেন যে বাচ্চারা কোনোরকম গাফিলতি করছে কিনা। ম্যাগাজিনেও ভাল ভাল মুরলীর পয়েন্টস আসে এবং চারিদিকে পৌঁছায়। কোনো দিকে মুরলী না গেলে বাবা বলেন রচয়িতা ও রচনার জ্ঞান সাত দিনে বুঝে নিয়েছ কিনা । তাহলে আর কি চাই । বাকি পাঁচ বিকারকে ভস্মীভূত করতে পুরুষার্থ করতে হবে আর তো কোনো কষ্টই নেই।

তোমরা যে কোনো সৎসঙ্গে যেতে পারো সেবা করার উৎসাহ থাকা উচিত । যখন সর্ব ধর্মীয় জন একত্রিত হয় তখন বোঝানো উচিত যে প্রত্যেকের ধর্ম হল আলাদা। ভাই-ভাই বলা হয় কিন্তু মিলেমিশে এক হতে পারবেনা। এইসব হল শুধু কথার কথা। বাবা বলেন - আমি এসে ব্রাহ্মণ রূপে পরিণত করে পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করি , সেখানে দ্বিতীয় অন্য কোনো ধর্ম থাকেনা। এই হল সেই মহাভারতের লড়াই। গীতায়ও এর বর্ণনা রয়েছে । এই হল একমাত্র পড়াশোনা যিনি পড়াচ্ছেন তিনিও হলেন একমাত্র । জ্ঞান যখন পূর্ণ হবে তখন বাবা বলেন আমিও ফিরে যাব। আমায় কলিযুগের অন্ত সময়ে জ্ঞান শোনাতে হয় , আমায় কল্পে-কল্পে আসতেই হয়। এক সেকেন্ডও কম বেশী হবেনা । যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে কর্মাতীত অবস্থায় চলে যাবে তখন বিনাশও হয়ে যাবে। প্রতিদিন তোমাদের সার্ভিস বাড়বে । এখানে না-ই পবিত্রতা আছে আর না-ই দৈবী গুণের ধারণা আছে। সেখানে পবিত্রতার কতখানি তফাত রয়েছে । তোমরা এখন সঙ্গমে বসে আছো, এই হল পুরুষোত্তম যুগ। এখন তোমরা পুরুষোত্তম রূপে পরিণত হও। কিন্তু সেই চমক সেই চলনও চাই। কখনও মুখ দিয়ে পাথর বের করবেনা । রত্ন -ই মুখ দিয়ে বেরোনো উচিত । এখন তোমরা দেবতা সম গুলগুল অর্থাৎ কোমল রূপে পরিণত হও। ভগবান এসে ভগবান-ভগবতী রূপে পরিণত করেন। দেবতাদেরই ভগবান-ভগবতী বলা হয়। কিন্তু এমন রূপে কে পরিণত করেন ? এইকথা কেউ জানেনা । তোমার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ রচয়িতা এবং রচনার নলেজ আছে তারপর আবার অন্যদের নিজসম করার দায়িত্বও আছে। অনেকে আসবে। স্ব-দর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণরাই হয়। মায়ার তুফান

বাচ্চাদের সামনেই আসে। কখনও তুফানে হাড্ডি ভেঙ্গে যায় অর্থাৎ বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। চলতে চলতে কেউ ডিসসার্ভিসও করে। বাবা বলেন কোনো ছিঃছিঃ কাজ করবেনা । তোমরা হলে মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ , তারা হল কুখ বংশাবলী অর্থাৎ দেহধারী ব্রাহ্মণ । কতোটা তফাত রয়েছে । তারা দৈহিক যাত্রায় নিয়ে যায় , তোমার হল রুহানী যাত্রা । তোমরা বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার বর্সা প্রাপ্ত করো। এইটুকু বুঝবার বুদ্ধি নেই যে তারাও হল ব্রাহ্মণ , আমরাও হলাম ব্রাহ্মণ। কিন্তু সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হল কারা। ঐ ব্রাহ্মণরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার বলে পরিচয় দিতে পারবেনা। তোমরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার বলে পরিচয় দাও তাহলে ব্রহ্মাও নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা নেই , যে জিজ্ঞাসা করবে। বাবা কল্প-কল্প এসে তোমাদের অর্থাৎ আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে এইসব কথা বোঝান যে তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ, সবাই হলে ভাই-বোন। তাহলে বিকার-গ্রস্ত হবে কি ভাবে ? যদি কেউ যায় তো ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত করবে। নিজেদের ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী রূপে পরিচয় দিয়ে পতিত হতে পারবেনা । আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে সিকীলাধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ পূর্ণ সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারাংশ :

১. বানী দ্বারা যা শুনছো সেইসব মনে মনে চিন্তন ও মন্থন করতে হবে। পুরুষোত্তম স্বরূপে পরিণত হচ্ছি তাই চলন খুবই রয়্যাল রাখতে হবে। মুখ দিয়ে পাথর স্বরূপ কথা বলবেনা।

২. অনেককে নিজ-সম পরিবর্তন করতে দায়িত্বশীল হয়ে সার্ভিস করতে হবে। কোনোরকম ছিঃছিঃ খারাপ কাজ করে ডিসসার্ভিস করবেনা ।

বরদান : সেকেন্ডে দেহরূপী বস্ত্র থেকে ডিট্যাচ হয়ে কর্মভোগকে পরাজিত করতে পারে এমন সর্বশক্তি সম্পন্ন ভব।

যখন কর্মভোগ অতিরিক্ত মাত্রায় উপস্থিত হয় , কর্মেন্দ্রীয় গুলি কর্মভোগের বশে বশীভূত হয়ে আকর্ষিত করে অর্থাৎ যেই সময়ে অতিরিক্ত ব্যথা অনুভব হয় ঠিক সেই সময়ে কর্মভোগকে কর্মযোগে পরিবর্তন করে সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কেবল ভোগ করিয়ে নেয় এমন আত্মারাই সর্বশক্তি সম্পন্ন অষ্ট রত্ন বিজয়ী রূপে পরিচিত হয়। এর জন্যে দেহরূপী বস্ত্র থেকে ডিট্যাচ হওয়ার বহুকালের অভ্যাস থাকা উচিত । এই বস্ত্র , দুনিয়ার বা মায়ার আকর্ষণে টাইট বা বাঁধা যেন না হয় তবেই সহজে ত্যাজ্য করা সম্ভব হবে।

স্লোগান : সর্বের সম্মান প্রাপ্ত করতে নির্মাণচিত্ত হও - নির্মাণ হৃদয় হল মহানতার পরিচায়ক ।